তারিখ 30 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৫

যুগান্তর

শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতাই মানব পাচারের ব্যাধি তৈরি করছে

নোবেল বিজয়ী কৈলাস সত্যার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন মন্তব্য করে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী কৈলাশ সত্যার্থী বলেছেন, আজ বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে আলোচিত ইস্যু হচ্ছে মানব পাচার। সুর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার না হওয়া এবং যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে তাদের গুণগত শিক্ষার অভাবই মানব পাচারের মতো জঘন্যতম ও ভয়ানক সামাজিক ব্যাধির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শুক্রবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গণমাধ্যমের সঙ্গে 'বিশ্বের গণশিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। 'ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশন' (সিএএমপিই)-এর উদ্যোগে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক

ব্যবস্থার : পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৩

ব্যবস্থার : শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী এবং নোবেল বিজয়ী কৈলাস সত্যার্থীর সহধর্মিণী সুমেধা সত্যার্থী উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, বিশ্বব্যাপী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যেই তিনি বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করছেন। তার বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত মান নিশ্চিত ও সর্বস্তরে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের সুন্দর জীবন গড়তে উদ্বুদ্ধ করা। অনুষ্ঠানে মানব পাচার প্রসঙ্গে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সারা পৃথিবীজুড়ে এর ১৫০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য রয়েছে। এর সঙ্গে বিরাট চক্র কাজ করছে। রাজনৈতিক নেতারাও এ জঘন্যতম ব্যাধির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন। তারা সবাই মুনাফা করছেন। আর অন্তকারে ঠেলে দিচ্ছেন হতভাগ্য ও শিক্ষাবঞ্চিত কিছু মানুষকে। বর্তমান মানব পাচার পরিস্থিতিকে তিনি অত্যন্ত আশাহত ও দুঃখজনক পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করেন।

কৈলাস সত্যার্থী বলেন, যদি সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হতো তাহলে এসব মানুষ নিজেদের জীবন, স্বপ্ন আর বাস্তবতা বুঝতে শিখত। লোভে পড়ে কিংবা অবৈধ পথে গিয়ে এভাবে বিপদের মুখে পড়তেন না। তিনি দাবি করেন, শিশুশ্রমই এর থেকে পরিত্রাণ খুঁজে বের করতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা এবং শিক্ষার গুণগত মানবৃদ্ধি ও প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট কমিয়ে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোই হতে পারে আগামী দিনের এ সমস্যা সমাধানের কার্যকর পন্থা। এছাড়া দেশেই ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও শ্রমের মজুরি বাড়ানোর পরামর্শ রাখেন তিনি। যাতে করে তারা দেশ ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি জমানোর মতো চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মানব পাচার প্রতিরোধে বাস্তবভিত্তিক নীতি কৌশল নির্ধারণ জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ পাচারের শিকার হওয়া এসব মানুষকে অভিবাসীও বলা যায় না। এরা শুধু প্রাচ্যের ভাঁকজমকপূর্ণ স্বপ্নময় জীবনের আশায় প্রতারকদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে বিদেশে পাড়ি জমান। আর সেখানেই সে ফাঁদে পড়েন। কৈলাস বলেন, মানব পাচারের এ দুর্বল অস্ত্র সবার আগে বন্ধ করতে হবে। এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে। উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপকতর কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। এর বাইরে কঠোর হাতে এসব প্রতারকদের দমন করতে হবে। যার মাধ্যমে সচেতন হয়ে স্বপ্নবিলাসী এসব মানুষ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আর পা বাড়ানোর সাহস দেখাবেন না।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশেই শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কম উল্লেখ করে কৈলাস সত্যার্থী জানান, সারা বিশ্বে ২ কোটি ৮০ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। এসব শিশুদের গুণগত শিক্ষা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এজন্য শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা দরকার। কিন্তু সেটি হচ্ছে না। শান্তিতে নোবেল পাওয়া এ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব এ প্রসঙ্গে দাবি করেন, সারা বিশ্বে প্রতিরক্ষা খাতে অস্ত্র-সরঞ্জামাদিতে যে বরাদ্দ হয়, অথবা ইউরোপসহ উন্নত দেশগুলোর নারীরা শুধু প্রসাধনী খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন তার এক-চতুর্থাংশও যদি শিক্ষায় ব্যয় করা হতো তাহলে বিশ্বের সব শিশুর শিক্ষার পথ সুগম হতো। তারা নিশ্চিতভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারত। রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এটি নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতাদেরও। তাদের সদিচ্ছাই পারে এসব শিশুর যথাযথ শিক্ষার পথ সুগম করতে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে— সেই শিক্ষা খাতে চাহিদানুযায়ী বরাদ্দ রাখা হচ্ছে না। আর শিক্ষায় ব্যয় কম হয় বলেই একজন মানুষ তার জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারছেন না।

গুণগত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমেই বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য তাড়ানো সম্ভব উল্লেখ করে নোবেল জয়ী কৈলাস বলেন, এ গুণগত শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি এখন সারা বিশ্বেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশও সেই দৌড়ে পিছিয়ে নেই। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ করে নোবেল বিজয়ী এ ব্যক্তিত্ব বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার বিদ্যমান হার প্রশংসা পাওয়ার দাবি রাখে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনেক কিছুই বাংলাদেশ স্পর্শ করে ফেলেছে। শিক্ষাও এর মধ্যে একটি। তবে পরিতৃপ্তির সুযোগ কম। এখানে আরও কাজ করতে হবে। প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সবার জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যবস্থা শুধু অব্যাহত রাখলেই হবে না। শিক্ষার গুণগত মানও নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ব্যয় বাড়াতে হবে। এজন্য সরকারের সদিচ্ছা থাকতে হবে। কর্মকৌশলমুখী পদক্ষেপ ও নীতিনির্ধারণ করতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে একটি সদিচ্ছাপূর্ণ সরকার এবং একটি শক্তিশালী সুশীল সমাজ রয়েছে। তারা যৌথভাবে প্রতিনিয়ত শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন ও কর্মমুখী শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে। আমার বিশ্বাস, অচিরেই বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

এ সময় তিনি ভূমিকম্পপ্রবণ নেপালে শিক্ষার অবকাঠামো দুর্বলতার কথাও তুলে ধরেন। এজন্য তিনি নেপাল সরকারের পুনর্গঠন উদ্যোগের পাশাপাশি সেখানে বিশ্বের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরও যথেষ্ট কাজ করার সুযোগ ও ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন। নোবেল বিজয়ী সত্যার্থী আরও বলেন, একটি বিপরীত শক্তি রয়েছে যারা সব সময় শিক্ষার বিপরীত স্রোতে কাজ করে। সবাইকে এরা শিক্ষা থেকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তিনি এদের চরমপন্থী, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গেও তুলনা করেন। কৈলাস সত্যার্থী শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার জন্য দারিদ্র্যতাকে একমাত্র কারণ বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, এটা হচ্ছে ইচ্ছার ব্যাপার। অধিকারের ব্যাপার। তবে দারিদ্র্যদূরীকরণের হাতিয়ার হিসেবেই শিক্ষার প্রচার-প্রসার বাড়ানো উচিত।

শিক্ষার গুরুত্ব সর্বস্তরে উল্লেখ করে কৈলাস সত্যার্থী বলেন, রাষ্ট্র বা সমাজ যদি শিশুকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত না করে তাহলে প্রকারন্তরে তাকে নির্যাতনই করা হয়। শিক্ষার অধিকার অব্যারিত করতে হবে। সবাইকে শিক্ষা দিতে হবে। বিশেষত প্রাথমিক স্তরেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

মতবিনিময় সভায় রাশেদা কে চৌধুরী কৈলাস সত্যার্থীর বাংলাদেশ সফরের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাধারণত নোবেল বিজয়ীরা একটি দেশ, অঞ্চল তথা সমগ্র বিশ্বের শান্তি, সেবা, শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও মানবিক বিকাশ ঘটানোয় কাজ করেন। কৈলাস সত্যার্থী শান্তি ও প্রগতির জন্য শিক্ষার প্রসার নিয়ে কাজ করেন। তিনি ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশনের (সিএএমপিই) সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

রাশেদা কে চৌধুরী আরও জানান, তিনি বাংলাদেশ সফরকালীন আজ সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার নিয়ে আয়োজিত একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখবেন। বিকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। রোববার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গেও শলা-পরামর্শ করবেন। এছাড়া পল্লী উন্নয়ন সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। সবশেষে তিনি শান্তিতে নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।